যোগাযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন নিউজলেটার

১ম বর্ষ | ২য় সংখ্যা | ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ | ৪ পৌষ ১৪১৯

ঢাবি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী শুরু

উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বছরব্যাপী ৫০ বছর পূর্তি উৎসব ২ আগস্ট ২০১২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে।

এ বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে উৎসবের ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে র‍্যালি, প্রদীপ প্রজ্বালন, আন্তর্জাতিক সেমিনার, যোগাযোগ মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, স্মরণিকা প্রকাশ, চলচ্চিত্র ও স্থিরচিত্র প্রদর্শন স্মৃতিচারণসহ নানা কর্মসূচি এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে। এ উৎসবের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার ৫০ বছর।

বিভাগের করিডোর, অফিস, সেমিনার কক্ষ, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার, ফেস্টুন ও ঘন্টি ঝুলিয়ে উৎসবমুখর আবহ সৃষ্টি করা হয়। বর্ণিল সাজে সাজানো হয় এসব স্থানকে।

সকালে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে উপাচার্য প্রধান অতিথি হিসেবে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির উদ্বোধন করেন। র‍্যালিটি দোয়েলচত্বর পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ফিরে আসে।

আলোচনা সভার শুরুতে বর্তমান ছাত্রদের উদ্যোগে নির্মিত বিভাগের নানা কর্মতৎপরতা, অগ্রগতি ও সাফল্যের উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এ যেন সেলুলয়েডে জীবন্ত স্মৃতিচারণ। এগিয়ে যাওয়ার অদম্য প্রেরণায় রচিত উৎসবের থিম সঙ্গীতও পরিবেশিত হয়। অংশগ্রহণে ছিল বিভাগের এক ঝাঁক নবীন শিক্ষার্থী।

এর পরপরই ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে পঞ্চাশটি প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে আলোচনা সভা ও বৃত্তি প্রদানের শুভ সূচনা করা হয়। বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক আখতার সুলতানা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর স্মৃতিচারণমূলক ভাষণে দেশের সাংবাদিকতার অগ্রগতিতে এ বিভাগের অবদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে করেন। নানা ক্ষেত্রে এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের সৃজনশীল কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

(বাকি অংশ তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যোগাযোগ-এর প্রকাশনা উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র যোগাযোগ-এর প্রথম সংখ্যা চলতি বছর ২ মার্চ উদ্বোধন করা হয়। অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

প্রতি ছয় মাসে একটি যোগাযোগ নিউজলেটার প্রকাশ করা হবে। আপনাদের মতামত, পরামর্শ, লেখা ও সহযোগিতা কাম্য। যোগাযোগ করুন: ই-মেইল dumcjaa12@gmail.com। নিউজলেটার পড়তে ক্লিক করুন www.dumcjaa.org

২ আগস্ট ২০১২ তারিখে প্রদীপ প্রজ্বালন করে ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

২ আগস্ট ২০১২ তারিখে পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

২ মার্চ ২০১২ উপাচার্যের বাসভবনে অনুষ্ঠিত প্রীতি সম্মেলন

২ মার্চ ২০১২ উপাচার্যের বাসভবনে অনুষ্ঠিত প্রীতি সম্মেলন

২ মার্চ ২০১২: প্রীতি সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২ মার্চ ২০১২: প্রীতি সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

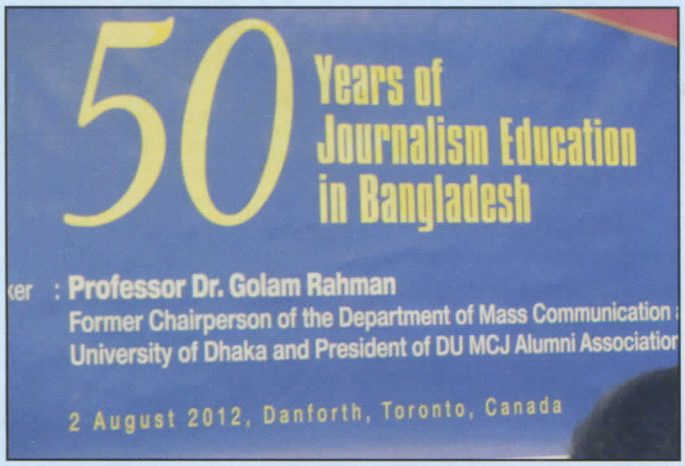

MCJ DU ALUMNI ASSOCIATION IN NORTH AMERICA
Convening Committee in Toronto, Canada

Convenor

Md. Emamul Haque	emam85@hotmail.com

Members

Sarwat Bithi	abdunnaim@yahoo.com
Rabeya S. Parvin Pappu	rabeyashahnajparvin@gmail.com
Shammi	shammi.farzana@gmail.com
Shamsul Arefeen	sharefeen@gmail.com
Monjur Mahmud	manjurmahmud@yahoo.com
Abu Mohsin Prince	abu.mohsin@gmail.com
Mubin-ul-Khalique	mubin.khalique@gmail.com
Shameem Ahmed	ahmed.shameem@hotmail.com
Nazma Binte Alamgir	amalgirnazma64@yahoo.ca
Korban Ali Zoarder	

২ মার্চ ২০১২: প্রীতি সম্মেলন

২ মার্চ ২০১২: প্রীতি সম্মেলন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ঢাবি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী শুরু

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ও বিভাগের অধ্যাপক (সুপার নিউমারারি) ড. সাখাওয়াত আলী খান ও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার দাস।

অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান এ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি, ডিপ্লোমা কোর্স থেকে ধাপে ধাপে সম্মানসহ পূর্ণাঙ্গ একটি বিভাগ হিসেবে গড়ে ওঠার নানা তথ্য দিয়ে তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে বিশেষ করে প্রয়াত গুণী শিক্ষকদের অবদানের কথা স্মরণ করেন।

প্রতিবেদন: মনোরঞ্জন মন্ডল মনোজ

১ জানুয়ারি ২০১২: প্রীতি সম্মেলন

পঞ্চাশ বছরের স্মৃতির জানালায়

মনোরঞ্জন মন্ডল মনোজ

১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত আমাদের প্রিয় এ বিভাগ অসংখ্য ঘটনা পেছনে ফেলে পঞ্চাশ বছরে পা দিয়েছে এ বছর আগস্টে। তার মধ্য কৈশোরে অবিস্মরণীয় মহান মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। জমা হয়েছে সুখ-দু:খ-বেদনার স্মৃতি।

এ ক্যাম্পাসেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে হত্যা করা হয়েছে বরেণ্য শিক্ষকদের। অনেকে সৌভাগ্যবশত বেঁচে গিয়ে যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। সহকর্মীদের কিংবা প্রিয় শিক্ষকদের হারানোর বেদনা এখনও অনেকের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। বুদ্ধিজীবী হত্যার সেই ভয়াল দিনগুলোর অমলিন স্মৃতি নিয়ে এ বিভাগের ছাত্র, পরে শিক্ষাব্রতী জ্ঞানদাতা, আরও পরে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, ঝাঁকড়া চুলের মিশুক মুনীর মনে করিয়ে দিতেন নাট্যব্যক্তিত্ব শহীদ মুনীর চৌধুরীসহ শত শহীদকে। তিনি যেন মুক্তিযুদ্ধের এক জীবন্ত স্মৃতি, বড় বড় বড় পা ফেলে হেঁটে যাওয়া সদাহাস্য প্রতিভাদীপ্ত এক তরুণ। তিনিও সড়ক দুর্ঘটনায় অকালে প্রয়াত হয়েছেন।

এ বিভাগের পঞ্চাশ বছরের স্মৃতির জানালায় কত পদচিহ্ন, স্বপ্ন ও সাফল্য পেছনে ফেলে এসেছি! অনেক স্মৃতি ম্লান হয়ে গেছে, ঝরে গেছে শীতার্ত বৃক্ষের ঝরাপাতার মতো।

একটি বিকাশমান গণতান্ত্রিক দেশের দিন দিন শক্তিশালী হয়ে ওঠা করপোরেট জার্নালিজমের এই কঠিন সময়ে এদেশের সাংবাদিকতা শিক্ষার ৫০ বছরের অগ্রযাত্রায় এ বিভাগের অবদানকে অকিঞ্চিৎকর ভাবার অবকাশ নেই। প্রকরণে, অবয়বে, প্রামাণিক পরিবেশনায় গণমাধ্যম আধুনিক ও সাহসী হয়ে উঠছে, যেতে পেরেছে অনেকটা জনগণের কাছাকাছি। এর ভিত্তিভূমি নির্মাণে এ বিভাগের ভুমিকা দিলেম এক ফোটা শিশিরের মতো নয়, তা নি:সন্দেহে বলা যায়। পেছনে ফিরে তাকালে তাই আত্মতৃপ্তি আর আত্মবিশ্বাসে মনটা ভরে ওঠে। অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক, গণমাধ্যমকর্মী এ সাফল্যের অংশীদার।

পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসবে এক অজানা টানে ছুটে এসেছে হয়তো কোন কর্মব্যস্ত নির্বাহী, এক সময়ের তুখোর ছাত্র নেতা, প্রশাসক, এসেছে বিত্তশালী ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, বিচারক, জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব, নাট্যজন। এ ভীড়ে দেখি বরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী, লেখক, গণমাধ্যমকর্মী, জনসংযোগবিদকে। এসেছে নবীন ছাত্রছাত্রী, নবীন-প্রবীণ শিক্ষক যারা বিনম্র শ্রদ্ধায় এখনও আপ্লুত। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নবীনরা প্রায় অপরিচিত প্রবীণ শিক্ষার্থীদের কাছে, সুতরাং শুরু হয় নতুন করে পরিচিতির পালা।

কারো কারো মধ্যে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, কেউ কেউ প্রতিষ্ঠিত হলেও ছাত্রত্বের চিহ্ন যেন লেগে আছে তাদের অবয়বে, সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি এদেরই। অপরদিকে জ্যেষ্ঠ সদস্য যাদের উত্তাপ কিছুটা কম হলেও এ মিলন মেলায় এসে নতুন করে প্রাণবন্ত হওয়ায় সুযোগ যেন তারা হারাতে চান না।

এই অর্ধ শতাব্দীতে চিরকালের জন্য কত সতীর্থ যে হারিয়ে গেছে তার খোঁজ আমারা রাখি না। আহা কত স্বপ্ন ছিল তাঁদের চোখে-মুখে! এই সব স্বজনের স্বপ্ন ও প্রত্যাশার আমরা উত্তরসুরী।

বছরব্যাপী এ উৎসবে আমরা তুলে ধরতে আগ্রহী এ বিভাগের সাফল্য ও অগ্রযাত্রার কথকতা। না পারার ব্যর্থতা থাকুক আমাদের আত্মোপলব্ধিতে, কিছুটা পর্দার অন্তরালে। আমাদের সাধ অনেক, সাধ্য সীমিত। এসব নিয়েই এক প্রাণতায় আমরা মিলিত হতে চাই নতুন দিনের প্রত্যাশায়।❑

পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের বিভিন্ন উপ-কমিটি

র‍্যালি ও উদ্বোধনী উপ-কমিটি
আহ্বায়ক
আখতার সুলতানা
সদস্য
ড. গোলাম রহমান
ড. শেখ আবদুস সালাম
ড. শফিউল আলম ভূইয়া
স্বপন কুমার দাস
মীর মাসরুজ্জামান রনি
মোয়াজ্জেম হোসেন

আন্তর্জাতিক সেমিনার উপ-কমিটি
আহ্বায়ক
ড. শফিউল আলম ভূইয়া
সদস্য
ড. গোলাম রহমান
ড. শেখ আবদুস সালাম
ড. গীতি আরা নাসরীন
মফিজুর রহমান
কামরুল হাসান
নাঈমুল ইসলাম খান
মিজ আরিফা শারমীন
ড. সুব্রত শংকর ধর
শাহিদা আলম
শামসুল হক

আন্তর্জাতিক সেমিনার প্রকাশনা উপ-কমিটি
আহ্বায়ক
ড. শফিউল আলম ভূইয়া
সদস্য
ড. গোলাম রহমান
ড. শেখ আবদুস সালাম
ড. গীতি আরা নাসরীন
মফিজুর রহমান
দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস
কামরুল হাসান
নাঈমুল ইসলাম খান
মিজ আরিফা শারমীন
ড. সুব্রত শংকর ধর
এম খায়রুল কবির
শামীম রেজা

সুভ্যেনির প্রকাশনা উপ-কমিটি
আহ্বায়ক
ড. এম কামাল উদ্দীন জসিম
সদস্য
স্বপন কুমার দাস
রোবায়েত ফেরদৌস
মীর মাসরুজ্জামান রনি
অলিউর রহমান
মনোরঞ্জন মন্ডল
এটিএম মোস্তাফা কামাল
আহমেদ পিপুল
বজলুল হক রানা
রেজাউল হক
মিসেস শাওন্তী হায়দার
মির্জা তারেকুল কাদের

যোগাযোগ মেলা উপ-কমিটি
আহ্বায়ক
ড. শেখ আবদুস সালাম
সদস্য
রোবায়েত ফেরদৌস
আহমেদ পিপুল
সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী
শাওন্তী হায়দার
শবনব আযীম
শাখাওয়াত মুন
মীর শহিদুল ইসলাম
শারমীন ইফফাত শামস
আমিনা ইসলাম
মশিহুর রহমান
মোহাম্মদ সহিদুল্ল্যাহ
ড. হেলেনা ফেরদৌসী
মির্জা তারেকুল কাদের
সামিয়া রহমান
রাজীব মীর
কাজী আবদুল মান্নান
তানভীর আহম্মেদ
মোর্শেদ
মরিয়ম আক্তার মিতু
কামরুন নাহার রুমা
ফারহানা উর্মি
গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ

সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি
আহ্বায়ক
স্বপন কুমার দাস
সদস্য
আহমেদ পিপুল
আলমগীর হোসেন
সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী
ড. সুব্রত শংকর ধর
শারমীন ইফফাত শামস
মীর মাসরুজ্জামান রনি
মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন
খোরশেদ আলম
ফকির আলমগীর
রওশন আরা মুস্তাফিজ
নাসির উদ্দিন ইউসুফ
ত্রপা মজুমদার
পীযুষ বন্দোপাধ্যায়

খেলাধুলা উপ-কমিটি
আহ্বায়ক
মোয়াজ্জেম হোসেন
সদস্য
ড. শেখ আবদুস সালাম
তারিকুল ইসলাম কান রবিন
সুজন মাহমুদ
আবুল কালাম আজাদ
হাসান উল্ল্যাহ খান রানা
রাশিদা আফজালুনেচ্ছা নীলা
কামরুন নাহার

চলচ্চিত্র ও স্থিরচিত্র প্রদর্শনী উপ-কমিটি
আহ্বায়ক
মিজ সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী
সদস্য
আহমেদ পিপুল
নাজমুল
রাজীব মীর
মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন

প্রচার উপ-কমিটি
আহ্বায়ক
সুজন মাহমুদ
সদস্য
ভানু রঞ্জন চক্রবর্তী
তারিকুল ইসলাম খান রবিন
রিয়াজ আহমেদ
মোতাহার হোসেন মাসুম
শাহেদ চৌধুরী
অলিউর রহমান

সম্পাদনায়: মনোরঞ্জন মণ্ডল (মনোজ)। *ছবি:* আনোয়ার মজুমদার, সহযোগিতায়: আহমেদ পিপুল।

মুদ্রণ: মমিন অফসেট প্রেস, ঢাকা